সংবাদ

তারিখ 26 AUG 2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ছাতকে শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্লিপের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

প্রতিনিধি, ছাতক (সুনামগঞ্জ)

ছাতকে বিদ্যালয়ের স্লিপ গ্র্যান্টের টাকা শর্তভঙ্গ করে উত্তোলন করার অভিযোগ উঠেছে এক প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। উপজেলার নোয়ারাই ইউনিয়নের মানিকপুর-গোদাবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মন গড়া বিল-ভাউচার তৈরি করে ওই টাকা উত্তোলনের অভিযোগ উঠে। এছাড়া স্লিপের অর্থ ৩৪টি বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যয় না করার বিধান রয়েছে। কিন্তু প্রধান শিক্ষক আব্দুল মালেক শর্ত লঙ্ঘন করে স্লিপ গ্র্যান্টের ৪০ হাজার টাকা উত্তোলন করেছেন। স্লিপ খরচের হিসাব বিবরণী থেকে জানা যায়, ২০মে পান-সুপারী বাবদ ১হাজার টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। যাহা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিপন্থি। এছাড়া ৩নং ভাউচারে চান্দুয়া, পর্দা, চেয়ার-টেবিল বাবদ ১ হাজার টাকা, ৬নং ভাউচারে পেইলাক রং ও তারপিন তেল ২ হাজার টাকা, ৭নং ভাউচারে গল্পের বই, মেয়েদের রশি, বল নিক্ষেপ, কেরাম বোর্ড, মোবাইল ফোন, ফুটবল প্রভৃতি বাবদ সাড়ে ৫ হাজার টাকা, ৮নং ভাউচারে থার্মোমিটার, কেচি, কটন বাবদ ২হাজার টাকা, ৯নং ভাউচারে কাব দলের ব্যজ বাবদ ২হাজার ১০ টাকা, ১০নং ভাউচারে জ্যামিতি বক্স, কলম, খাতা ও ছবি বাঁধাই বাবদ ৩হাজার ৭৫০ টাকা, ১৫নং ভাউচারে খাতা, কলম বাবদ ২ হাজার টাকা, ১৬নং ভাউচারে চেয়ার-টেবিল বাবদ ৮হাজার ৮শ টাকা, ১৭নং ভাউচারে মিস্ত্রি খরছ দেখানো হয়েছে ৩ হাজার ৯৪০ টাকা এবং ১৭টি ভাউচারের মধ্যে বাকী ভাউচারগুলো জিলাপি-কাটাগজা বাবদ খরছ দেখিয়ে ৪০ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়। গত ২৮ মে প্রধান শিক্ষক আব্দুল মালেক স্বাক্ষরিত ভাউচার জমা দিয়ে স্লিপের টাকা উত্তোলন করা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, একটি কাল্পনিক ভাউচার জমা দিয়ে স্লিপের টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি আজব আলী বলেন, স্লিপের টাকা আত্মসাৎ করা হয়নি। বিধি মোতাবেক বিল-ভাউচারের মাধ্যমে টাকা খরছ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক আব্দুল মালেক ফোন রিসিভ করে কোন কথা না বলেই সংযোগ কেটে দেন।